প্রেস রিলিজ । ২৫ জুলাই, ২০১৭
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

নিরাপত্তা বিষয়ক কুইজের গ্র্যান্ড প্রাইজ জিতে নিলেন গার্মেন্টস কর্মীরা

কুইজ বিজয়ী ৪ জন গার্মেন্টস কর্মীর মাঝে পুরস্কার বিতরণের মধ্যদিয়ে শেষ হলো কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রচারাভিযান। মঙ্গলবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে অবস্থিত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) এর প্রধান কার্যালয়ে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)'র ডেপুটি ডিরেক্টর গগন রাজভান্ডারি।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এই প্রচারাভিযানটির আয়োজন করে। আইএলও'র সহায়তায় এবং কানাডা, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্যের অর্থায়নে ক্যাম্পেইনটি পরিচালিত হয়।

'নিরাপদ কর্মপরিবেশ, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ'-শীর্ষক ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে ঢাকা এফএম ৯০.৪ রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে দুইমাসব্যাপী কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতামূলক নাটিকা, বিজ্ঞাপন এবং কুইজ সম্প্রচার করা হয়। এসএমএস পাঠিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন ২২,০০০-এর অধিক গার্মেন্টস কর্মী।

এইচএনপিআরজেড গ্রুপে কর্মরত মেশিন অপারেটর মনসুরা বেগম কুইজের প্রথম পুরস্কার হিসেবে জিতে নেন ৫০,০০০ টাকা। ডেক্কো ডিজাইন লিমিটেড-এর কাটিং ম্যানেজার শাহজাহান আলি, মোহাম্মদী ফ্যাশন সোয়েটার লিমিটেড এর ওয়েলফেয়ার অফিসার লতিফা খাতুন এবং সিআইইউভিআইসি-এর মেশিন অপারেটর ইভা ইসলাম দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে প্রত্যেকে ২০,০০০ টাকা করে জিতে নেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া বলেন, "পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। তাই এই শিল্পে যারা কর্মরত আছেন তাদের কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলো ভালোভাবে জেনে নেয়াটা খুব জরুরি। আমাদের শ্রম পরিদর্শকেরা নিষ্ঠার সাথে সে তথ্য তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।"

'নিরাপদ কর্মপরিবেশ, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ' প্রচারাভিযানটি এ বছর মার্চে শুরু হয়। পোশাকশিল্পে কর্মরত সবাইকে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন করা ছিল এই প্রচারাভিজানের উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে গগন রাজভান্ডারি বলেন, বাংলাদেশে সকল শ্রমিকের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আমাদের যে সমষ্টিগত প্রয়াস তাতে এই উদ্যোগটি ভূমিকা রেখেছে বলেই আমার ধারণা।

আরো তথ্যের জন্য:
মোঃ ফোরকান আহসান, তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, ই-মেইল: pro@dife.gov.bd